ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

জবাবদিহিমূলক ভূমি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম যুগোপযোগীকরণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলন নয়, বরং ছিল শোষণ-বঞ্চনা-অবিচারের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ লড়াইয়ের পরিণতি। মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়, যা জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং মুক্তচিন্তা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই ধারাবাহিকতায়, জুলাই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। স্বৈরতন্ত্র, দুর্নীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে এ আন্দোলন জনগণের ঐক্য, সাহস এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর একটি প্রধান ভিত্তি। স্বাধীনতার পর থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সময়ের চাহিদা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক জটিলতা মোকাবিলায় এখনও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড দেশের ভূমি নীতি প্রণয়ন, খাস জমি বণ্টন, ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায়, আইনি কাঠামোর আধুনিকীকরণ, প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জনবল দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর সেবা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

স্বাধিকার অন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জুলাই অভ্যুত্থানের গণতান্ত্রিক অনুপ্রেরণা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—জনগণের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রমে যুগোপযোগী সংস্কার কেবল একটি প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং এটি স্বাধীনতার আদর্শ ও গণতান্ত্রিক বিজয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষার এক অনিবার্য অঙ্গীকার।

বিনীত

মো: হেলাল উদ্দীন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯' (২৩ নং আইন) অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ড (Land Reforms Board) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের মূল দায়িত্বসমূহ হলো: সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আইনের অধীনে অর্পিত দায়িত্ব পালন।

'ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫' এর ৫ নম্বর বিধিতে বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৫০/২০২১, তারিখ: ০৫/০৮/২০২১ অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ডকে ২৩টি নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জেলা হতে ইউনিয়ন পর্যন্ত ভূমি অফিস পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান; খাস জমি, খাস পুকুর, খাস জলাশয় ব্যবস্থাপনা; সিলিং বহির্ভূত জমি চিহ্নিতকরণ ও বাজেয়াপ্তকরণ; ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায়; কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের তত্ত্বাবধান; ই-মিউটেশন ও অনলাইন কর আদায় কার্যক্রম তদারকি ইত্যাদি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নাগরিকগণের উন্নত ও গুণগত সেবার প্রত্যাশা, সরকারি দপ্তরের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া ও অভিযোগ জানানোর সুযোগ সৃষ্টি, সেবা প্রদানে প্রাইভেট সেক্টরের সম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে গণমুখী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনকল্যাণকর, কার্যকর, দক্ষ, উন্নত, কর্মকৃতিভিত্তিক ও জনসেবায় সুনিপুণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানটির জন্য গৃহীত কৌশলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কৌশল গ্রহণের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান চিত্র: অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট (Internal Context)

- **কর্মপরিধি ও কাঠামো:** ভূমি সংস্কার বোর্ড সরাসরি মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ তত্ত্বাবধান করে। বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে।
- **জনবল ও অবকাঠামো:** বর্তমান জনবল কাঠামো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধানে পর্যাপ্ত মানবসম্পদ সংকট রয়েছে। জনবল কাঠামো পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে।
- **ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তি ব্যবহার:** ই-মিউটেশন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও অন্যান্য ডিজিটাল ভূমি সেবায় ভূমি সংস্কার বোর্ড কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তবে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে।
- **বাজেট ও আর্থিক সক্ষমতা:** বাজেট সীমিত হওয়ায় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন বা উন্নয়ন কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (জলমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি) খাত থেকে আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

বর্তমান চিত্র: বহিঃস্থ প্রেক্ষাপট (External Context)

- **জাতীয় ও নীতিগত প্রেক্ষাপট:** সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে ই-মিউটেশন, অনলাইন কর আদায়, ভূমি তথ্যব্যবস্থা (LIMS) চালু করেছে। বর্তমানে এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে শুধুমাত্র জেলা পর্যায়ের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়ের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা:** ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম, জটিলতা, জমি দখল, জলমহাল নিয়ে সংঘাত, মামলা ইত্যাদি বিদ্যমান। মাঠ পর্যায়ে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বোর্ডকে নানা আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়।

- **অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন চাহিদা:** নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভূমির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। ফলে খাসজমি ব্যবস্থাপনা, পুনরুদ্ধার, পুনর্বণ্টনে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উপর দায়িত্ব আরও বেড়েছে।
- **প্রশাসনিক সমন্বয়:** ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থা সম্পৃক্ত হওয়ায় সমন্বয়ের অভাব বোর্ডের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ভূমি সংস্কার বোর্ড দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠান। সময়োপযোগী আইনি কাঠামো, ডিজিটালাইজেশন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলা জরুরি। সরকারের নীতি সহায়তা, প্রযুক্তি ব্যবহার, জনবল বৃদ্ধি ও আর্থিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এই বোর্ড ভূমি ব্যবস্থাপনায় আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

ভূমি সংস্কার বোর্ডের SWOT Analysis:

Strengths (শক্তি)

- আইনি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৯ সালের 'ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন'-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি স্থায়ী ও সরকারি দপ্তর।
- নীতি ও কর্মপরিধি নির্ধারিত: ২০০৫ সালের বিধিমালা ও ২০২১ সালের পরিপত্রে বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যা বহুমাত্রিকতা নিশ্চিত করে।
- জাতীয় পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা: জেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোর ওপর পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা রয়েছে।
- খাসজমি ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা: সিলিং বহির্ভূত ও খাসজমির চিহ্নিতকরণ, বাজেয়াপ্তকরণ ও বণ্টনে কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।
- বর্গা আইন ও ভূমিহীনদের সেবা: কৃষি খাতে ভূমি বণ্টনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে।
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা: ঐতিহাসিক এস্টেটের দেখভাল ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে।
- ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ততা: ই-মিউটেশন, অনলাইন ভূমি কর আদায় ইত্যাদিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

Opportunities (সুযোগ)

- ভূমি অটোমেশন সম্প্রসারণ: ভূমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়, ডিজিটাল মিউটেশন, অনলাইন কর আদায়, খাস জমি, জলমহাল ইত্যাদির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব।
- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়ানোর সুযোগ: জলমহাল, হাটবাজার, অর্পিত সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে আয় বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।
- জনবল কাঠামো পুনর্গঠনের সুযোগ: অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করে যুগোপযোগী জনবল সৃষ্টি করা সম্ভব।
- খাসজমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা বৃদ্ধি: কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বণ্টনের সুযোগ।
- প্রশাসনিক সমন্বয়ের সুযোগ: ভূমি ব্যবস্থাপনায় একক তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- নীতি সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন: আইন ও নীতিমালা সংশোধন করে বোর্ডের ক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
- ভূমি গবেষণা ও নীতি পর্যালোচনার সুযোগ: বোর্ডকে একটি গবেষণাধর্মী ও নীতি-প্রভাবক সংস্থায় পরিণত করার সম্ভাবনা।
- জেলা রেকর্ড রুম আধুনিকায়ন: রেকর্ড রুম ডিজিটালাইজ করে নথি ব্যবস্থাপনায় বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

Weaknesses (দুর্বলতা)

- জনবল ঘাটতি: বোর্ড, বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় কাজের গতি বাধাগ্রস্ত হয়।
- প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি: মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের অনেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ নন।
- স্বাধীন আর্থিক ক্ষমতার অভাব: গাড়ি মেরামত, অফিস পরিচালনা ইত্যাদি ব্যয়ে সীমিত আর্থিক ক্ষমতা।
- স্থাপনাগত দুর্বলতা: নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো সীমিত, অধিকাংশ কার্যক্রম অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীল।
- তথ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: LIMS বা অন্যান্য তথ্যভিত্তিক সিস্টেম পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব: প্রতিবছর জমা পড়া অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।
- প্রশিক্ষণের ঘাটতি: মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ না থাকায় দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়।
- আইনি প্রতিরক্ষা কাঠামো দুর্বল: মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত সেবা বা আইন কর্মকর্তার ঘাটতি।

Threats (হুমকি / চ্যালেঞ্জ)

- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: মাঠ পর্যায়ের বদলি, নিয়োগ বা জমি ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক চাপ একটি বড় বাধা।
- মামলার জট ও দীর্ঘসূত্রতা: আদালতে চলমান মামলার সংখ্যা বেশি, যা বোর্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তোলে।
- জমি দখল ও দুর্বৃত্তায়ন: খাসজমি বা এস্টেটের সম্পত্তিতে অবৈধ দখল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- ভূমি অফিসের দুর্নীতি: মাঠ পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত দুর্নীতি বড় বাধা।
- নির্ভরশীলতা বেশি: অনেক সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল।
- অধিকারকেন্দ্রিক বিরোধ: খাসজমি বণ্টনে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরোধ, গ্রামীণ সংঘাত ইত্যাদি ঝুঁকি তৈরি করে।
- প্রযুক্তি গ্রহণে বাধা: মাঠপর্যায়ে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা বা ভীতি বিদ্যমান।
- প্রাতিষ্ঠানিক ভিন্নমত বা সমন্বয়হীনতা: বোর্ড, ভূমি অফিস ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা কার্যকারিতা হ্রাস করে।

১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম

ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক রীতি, চর্চা, অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনে ভূমি সংস্কার বোর্ড বদ্ধ পরিকর।

১.১ পরিদর্শন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত ভূমি প্রশাসন কার্যক্রম তদারকি এবং যথাসময়ে পরিদর্শন নিশ্চিত করা। তবে বাস্তবতায় দেখা যায়, পরিদর্শন কার্যক্রম নিয়মিত হয় না বা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিদর্শনের কোন মানদণ্ড নেই, সুনির্দিষ্ট চেকলিস্টের অভাব রয়েছে এবং পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যকর কোন অনুবর্তী ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। উপরন্তু, কর্মকর্তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিদর্শন দক্ষতার অভাব রয়েছে। তাছাড়া, অধিকাংশ রিপোর্ট একই ছকে রচিত হওয়ায় তা থেকে কার্যকর সুপারিশ পাওয়া কঠিন। এমন অবস্থায়, ভূমি সংস্কার বোর্ডের পরিদর্শন কাঠামোকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ করার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও সেবার মানোন্নয়ন সম্ভব।

উদ্দেশ্য:

ভূমি অফিসে পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। সুনির্দিষ্ট চেকলিস্ট প্রণয়ন, ডিজিটাল ফিল্ড ইনস্পেকশন টুলস ব্যবহার এবং রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

প্রভাব:

মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, গতি এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হবে। এছাড়া নিয়মিত পরিদর্শন কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাদারিত্ব এবং সতর্কতা সৃষ্টি করবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার-৩, ৫, ৬ ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

১জন ডিএলআরসি, ১টি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ের ১টি করে উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রতি উপজেলা/ইউনিয়নে মাসিক পরিদর্শনের সংখ্যা, চেকলিস্ট ভিত্তিক রিপোর্ট দাখিলের হার, রিপোর্ট ভিত্তিক গৃহীত ফলো-আপ কার্যক্রমের সংখ্যা, নাগরিক অভিযোগ হ্রাসের হার, মাঠ পর্যায়ে সেবার মানের পরিবর্তন স্কোর।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৫

১.২ অঞ্চল ভেদে ও বাস্তবতার নিরিখে ভূমিসেবা ফি হালনাগাদকরণ

সংস্কারের পটভূমি:

বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিসেবা ফি একটি পুরাতন কাঠামোর অধীনে নির্ধারিত। তবে বাস্তবতা হলো—একটি মফস্বল এলাকার ভূমিসেবা প্রদান ব্যয়, নাগরিকের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও কাজের পরিমাণ, ভূমি ব্যবহার একটি মহানগরীর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় ফি কাঠামোর এই পার্থক্য বিবেচনায় নেওয়া হয় না, ফলে কিছু এলাকায় নাগরিকদের উপর অযাচিত ব্যয়বহন চাপ পড়ে, আবার কিছু এলাকায় রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আহরণ হয় কম। তাছাড়া, বর্তমানে কোনো আধুনিক মূল্যায়ন, সেবা ব্যয় বিশ্লেষণ বা অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা মূল্যায়ন ছাড়াই ফি নির্ধারণ বহাল আছে। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটে সেবার প্রকৃত ব্যয়, অঞ্চলভেদে ভিন্নতা এবং নাগরিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে হালনাগাদকরণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

উদ্দেশ্য:

ভূমিসেবার প্রকৃত ব্যয় ও নাগরিকের আর্থিক সক্ষমতা, ভূমির অবস্থান ও ব্যবহার বিবেচনায় নিয়ে অঞ্চলভেদে ফি কাঠামো হালনাগাদ করা, যাতে তা হয় বাস্তবভিত্তিক, ন্যায়সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য।

প্রভাব:

অঞ্চলভেদে ব্যয় এবং নাগরিক সক্ষমতা ও ব্যবহারের ভিত্তিতে একটি ন্যায্য, স্বচ্ছ ও যুক্তিসঙ্গত ভূমিসেবা ফি কাঠামো গড়ে উঠবে। অনানুষ্ঠানিক অর্থ লেনদেনের প্রবণতা হ্রাস পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৫, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ।

পাইলট কার্যক্রম:

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির উপজেলা (একটি মহানগর, একটি উপজেলা সদর, একটি প্রত্যন্ত)-তে সেবার প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ, নাগরিক সক্ষমতা যাচাই এবং ফি কাঠামোর প্রস্তাবনা।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

ব্যয় বিশ্লেষণ ও জনমত যাচাই প্রতিবেদন প্রস্তুতির সংখ্যা, পাইলট এলাকায় ফি পরিবর্তনের গ্রহণযোগ্যতা শতাংশ, রাজস্ব আহরণের হার বৃদ্ধি।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুন ২০২৬

১.৩ জমির পরিবর্তিত শ্রেণি হালনাগাদকরণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশে জমির শ্রেণিভিত্তিক করহার নির্ধারিত হয়ে থাকে যেমন: কৃষি, অকৃষি, আবাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে জমির ব্যবহার ও শ্রেণি অনেক সময় পরিবর্তিত হলেও সরকারি রেকর্ডে তা হালনাগাদ হয় না। কৃষি জমি আবাসিকে রূপান্তরিত হলেও করহারে কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষত শহরাঞ্চল ও শহরতলিতে কৃষিজমি দ্রুতই প্লট আকারে বিক্রি হয়ে আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণি পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা হয় না বা স্থানীয় ভূমি অফিস থেকে তা সঠিকভাবে তদারকি করা হয় না। অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে কৃষি শ্রেণি ধরে রাখা হয়, কারণ এতে কর কম পরিশোধ করতে হয়। একদিকে ভূমির ব্যবহার বাড়ছে, মূল্য বাড়ছে, অথচ সরকার পুরাতন শ্রেণির ভিত্তিতে ন্যূনতম রাজস্ব পায়। এ অবস্থার পরিবর্তনে শ্রেণি পরিবর্তন শনাক্তকরণ এবং তা হালনাগাদের জন্য একটি আধুনিক, তথ্যভিত্তিক ও ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করা জরুরি।

উদ্দেশ্য:

জমির ব্যবহারভিত্তিক পরিবর্তিত শ্রেণিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে রেকর্ডে হালনাগাদ করা এবং কর হার সংশোধন করে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা। এটি প্রযুক্তিনির্ভর স্যাটেলাইট চিত্র, জিও ট্যাগিং এবং ভিজ্যুয়াল ইনস্পেকশন দ্বারা পরিচালিত হবে।

প্রভাব:

সরকার রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। শ্রেণিভিত্তিক করহারের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত হবে, অনিয়ম ও ইচ্ছাকৃত ফাঁকির প্রবণতা কমবে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। নাগরিকরাও ভূমির ব্যবহার ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অধিক সচেতন হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৩, ৫, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, উপজেলা ভূমি অফিস।

পাইলট কার্যক্রম:

১টি পৌরসভা ও ১টি উপজেলা সদর এবং ১টি ইউনিয়ন এলাকায় শ্রেণি পরিবর্তিত জমি চিহ্নিতকরণ, ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও হালনাগাদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

পরিবর্তিত শ্রেণির জমির সংখ্যা ও শতাংশ, হালনাগাদকৃত রেকর্ডের পরিমাণ, সংশোধিত কর আদায়ের পরিমাণ, শ্রেণি হালনাগাদের সময়সীমা

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): মার্চ ২০২৬

১.৪ সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেওয়ানি মামলার ডাটাবেইজ প্রণয়ণ

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেওয়ানি মামলা একটি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে দেশে সরকারি জমি, খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তি, সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ, বা সরকারের স্বত্বাধিকার দাবির বিপরীতে অসংখ্য দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে। এসব মামলার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা, অবস্থান, অগ্রগতি বা ফলাফল বিষয়ে কোনও একক ও আপডেটেড কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ নেই।

ফলে অনেক সময় একই জমি নিয়ে একাধিক আদালতে মামলা চলতে থাকে, অথবা প্রশাসনের একাধিক দপ্তরে একীভূত তথ্য না থাকায় মামলার কার্যকর মনিটরিং সম্ভব হয় না। বর্তমানে মামলার কাগজপত্র মূলত ম্যানুয়ালি সংরক্ষিত হয় ফলে মামলার অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনেক সময় জানতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে, সরকারের স্বার্থ রক্ষায় এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, একটি আধুনিক, ডিজিটাল এবং জিও-ট্যাগড দেওয়ানি মামলা ডাটাবেইজ তৈরি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উদ্দেশ্য:

সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল দেওয়ানি মামলা একটি একক, ডিজিটাল, হালনাগাদকৃত ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে এসব মামলার অগ্রগতি ট্র্যাক করা যায়, প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে।

প্রভাব:

ডাটাবেইজ চালুর ফলে সরকার জমি সংক্রান্ত মামলাগুলোর অবস্থা দ্রুত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে। মামলার অগ্রগতি মনিটরিং করে নির্দিষ্ট সময়সীমায় ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। একইসঙ্গে মামলা হেরে যাওয়ার ঝুঁকি কমবে। এতে আইনগত জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

বিভাগীয় ৮টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চলমান সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য সংগ্রহ, ডিজিটাল রেকর্ড তৈরি ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হালনাগাদ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

মামলার সংখ্যা ও ধরন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস, আপডেটকৃত মামলার তথ্যভাণ্ডারের হার, মামলার ফলোআপ ও মনিটরিং সময়সীমা হ্রাস, সরকারি আইনজীবী ও প্রশাসনের সমন্বয় সভার সংখ্যা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): মার্চ ২০২৬

১.৫ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি লীজ প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম এবং মামলা ব্যবস্থাপনা

সংস্কারের পটভূমি:

কোর্ট অব ওয়ার্ডস (Court of Wards) হলো একটি বিশেষ আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো যার অধীনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, মানসিকভাবে অক্ষম, অনুপস্থিত বা অব্যবস্থাপিত সম্পত্তির দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে। বাংলাদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ বহু মূল্যবান জমি ও সম্পত্তি রয়েছে, যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, লীজ প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট দেওয়ানি মামলাগুলোর কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাবে রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে Court of Wards-এর ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল নয়, বরং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রেজিস্টার ও ফাইল নির্ভর। জমির অবস্থান, ব্যবহারকারী, মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ এবং চলমান মামলার বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না। ফলে এই সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে বেদখল, দুর্নীতি, একাধিক লীজ প্রদান এবং মামলা জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত সংস্কার হলো—Court of Wards-এর ভূমি ব্যবস্থাপনা,

লীজ ও মামলা কার্যক্রমকে একটি আধুনিক, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর এবং স্বচ্ছ অনুশীলনে রূপান্তর করা, যেখানে থাকবে অনলাইন আবেদন, নবায়ন ট্র্যাকিং, মামলা মনিটরিং এবং সম্পত্তির GPS ম্যাপিং।

উদ্দেশ্য:

Court of Wards-এর আওতাধীন সম্পত্তিগুলোর সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার জন্য অনুশীলনভিত্তিক আধুনিক কৌশল প্রবর্তন, যা লীজ প্রদান, নবায়ন ও মামলা ব্যবস্থাপনাকে দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয় করে তুলবে।

প্রভাব:

জমি বেদখল, মেয়াদোত্তীর্ণ লীজ ও অনিয়ম কমবে। স্বয়ংক্রিয় স্মারক বার্তার মাধ্যমে সময়মতো নবায়ন নিশ্চিত হবে, মামলা ব্যবস্থাপনায় দ্রুততা ও জবাবদিহিতা আসবে, এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ম্যানেজার. কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ভূমি সংস্কার বোর্ড, জরিপ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

১টি জেলায় Court of Wards সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত, অনলাইন লীজ আবেদন ও নবায়ন সিস্টেম চালু, মামলা ডাটাবেইজ চালুকরণ, স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

অনলাইন আবেদন ও নবায়ন প্রক্রিয়ার হার, লীজ নবায়ন সম্পন্ন হওয়ার গড় সময়, মামলার অগ্রগতি ট্র্যাকিং সংখ্যা, পাইলট এলাকার রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুন ২০২৬

১.৬ মাসিক/ত্রৈমাসিকভিত্তিক ভূমি সংক্রান্ত সেবা বিষয়ে নাগরিক ফিডব্যাক সেশন

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি ব্যবস্থাপনা একটি জনমুখী প্রশাসনিক সেবা খাত। এ খাতের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নির্ভর করে জনগণের অংশগ্রহণ এবং মতামতের ওপর। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সেবা গ্রহণকারী জনগণের কোনো সংগঠিত ফিডব্যাক প্রদানের সুযোগ নেই। ফলে সেবার গুণগত মান, সেবাপ্রদান পদ্ধতি বা কর্মকর্তাদের আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা থাকলেও তা নীতিনির্ধারক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছায় না। এক্ষেত্রে নাগরিক ফিডব্যাক সেশন নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে একটি আন্তঃক্রিয়া ও সংলাপের পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ কেবল মতামত সংগ্রহই নয়, বরং সেবার কাঠামোগত উন্নয়নে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

ভূমি অফিসের সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও অভিযোগ নিয়মিতভাবে সরাসরি জানার জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিক ফিডব্যাক সেশন চালু করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সেবার গুণগত মান উন্নয়ন।

প্রভাব:

নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। নিয়মিত ফিডব্যাকে সেবার গুণগত মান মূল্যায়ন ও সমস্যা নির্ধারণ সহজ হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস, স্থানীয় প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

২টি উপজেলায় ৩ মাস ধরে মাসিক ফিডব্যাক সেশন আয়োজন, ফরমেট ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

আয়োজিত সেশনের সংখ্যা, অংশগ্রহণকারী নাগরিকের সংখ্যা, প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপের সংখ্যা, নাগরিক সন্তুষ্টি জরিপ স্কোর।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুন ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম

তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় লেগেছে আমূল পরিবর্তন। গতানুগতিক কার্যপদ্ধতি রূপ নিয়েছে ডিজিটাইজড ভূমি সেবায়। নতুন-নতুন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে উন্নত ভূমিসেবা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ।

২.১ অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে, যেমন: খাস জমির ব্যবহার, নামজারি কার্যক্রম, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, দখল অবস্থা, জলাশয়ের ব্যবহার ইত্যাদি। তবে এই পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলো এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগজে-কলমে তৈরি হয় এবং অনেক সময় তা সময়মতো কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে না বা বিশ্লেষণযোগ্য হয় না। পরিদর্শন প্রতিবেদনের মান, সময়ানুবর্তিতা, গুণগত বিশ্লেষণ এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঘাটতি থাকার কারণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। অনেক প্রতিবেদন নিয়ম অনুযায়ী তৈরি হলেও তার উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা ফলোআপ নেওয়া হয় না, ফলে সেই পরিদর্শনের কার্যকারিতা হারিয়ে যায়।

এই বাস্তবতায়, অনলাইনভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে সকল পরিদর্শন প্রতিবেদন সংরক্ষণ, ফরম্যাটেড ইনপুট ও ছবি/লোকেশনসহ আপলোড, স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণ এবং ফলোআপ রিমাইন্ডার চালুর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এতে শুধু স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই নিশ্চিত হবে না, বরং তথ্যভিত্তিক নীতি গ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজতর হবে।

উদ্দেশ্য:

ভূমি অফিসের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন, আপলোড এবং বিশ্লেষণের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা, যাতে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় এবং সেগুলোর ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক নীতিগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

প্রভাব:

পরিদর্শন প্রতিবেদন সময়মতো দাখিল ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া, মাঠ প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, এবং একই স্থানে পুনরাবৃত্তি পরিদর্শন হ্রাস পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৩, ৫, ৬ ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

২টি উপজেলায় অনলাইন পরিদর্শন ফরম ও রিপোর্টিং প্ল্যাটফর্ম চালু করে ফিল্ড ইনস্পেকশন তথ্য ডিজিটাল ইনপুট ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থা তৈরি এবং ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

অনলাইনে আপলোডকৃত পরিদর্শন রিপোর্টের সংখ্যা, নির্ধারিত সময়সীমায় প্রতিবেদন দাখিলের হার, বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নেওয়া পদক্ষেপের পরিমাণ Dashboard ভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রমের সংখ্যা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৫

২.২ খাসজমি, খাস পুকুর ও জলাশয়/ জলমহালের অনলাইন ডাটাবেইজ

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশে খাসজমি ও জলমহাল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যা ভূমিহীন পুনর্বাসন, কৃষি সম্প্রসারণ, মাছ চাষ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই সম্পদগুলোর সুনির্দিষ্ট তথ্য, অবস্থান, পরিমাণ, বর্তমান ব্যবহারকারী এবং বরাদ্দ

সংক্রান্ত রেকর্ড এখনও দেশের অধিকাংশ জায়গায় কাগজপত্র ও ম্যানুয়াল ফাইলভিত্তিক। ফলে একদিকে যেমন সরকারের নিজস্ব সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে না, অন্যদিকে এসব জমি ও জলমহাল বেদখল, জাল কাগজপত্রে বরাদ্দ ও প্রভাবশালী মহলের দ্বারা ব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। ভূমিহীনদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে জমি বা জলমহাল বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। তদুপরি, অনেক সময় একাধিক দপ্তর এই সম্পদ নিয়ে কাজ করায় তথ্যের ভিন্নতা দেখা যায় এবং সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হয়।

এই বাস্তবতায়, একটি একক, আপডেটেড ও নাগরিক প্রবেশাধিকারসম্পন্ন অনলাইনভিত্তিক খাসজমি ও জলমহাল ডাটাবেইজ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এতে জেলার প্রতি মৌজা বা ইউনিয়নভিত্তিক খাসজমি ও জলমহালের তথ্য, মানচিত্র, বরাদ্দ অবস্থা এবং ব্যবহারের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উদ্দেশ্য:

দেশের সকল খাসজমি ও জলমহাল সংক্রান্ত তথ্য একীভূতভাবে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করে যাচাইকৃত এবং মানচিত্রসহ একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা। এতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ভূমিহীনদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।

প্রভাব:

ডাটাবেইজের মাধ্যমে খাসজমি ও জলমহালের অবস্থান, পরিমাণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত জানা সম্ভব হবে। অনিয়ম, বেদখল ও জাল বরাদ্দ বন্ধ হবে। সরকার সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে এবং ভূমিহীনদের স্বচ্ছ ও সময়মতো বরাদ্দ দিতে পারবে, যা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, উপজেলা ভূমি অফিস

পাইলট কার্যক্রম:

বিভাগীয় ৮টি জেলার ৮ উপজেলার খাসজমি ও জলমহালের তথ্য ডিজিটাল সংগ্রহ, যাচাই ও অনলাইন ডাটাবেইজে সংযুক্তকরণ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

অনলাইনে যুক্ত জমি, পুকুর ও জলমহালের সংখ্যা, জিও-রেফারেন্সড মানচিত্র প্রস্তুতির হার, বেদখল থেকে উদ্ধারকৃত জলাশয়ের পরিমাণ, জলাশয়ের ন্যায্য ব্যবহার ও বরাদ্দের সংখ্যা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): মার্চ ২০২৬

২.৩ সিলিং বহির্ভূত জমি ও অর্পিত সম্পত্তির ডাটাবেইজ প্রণয়ন

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা পরিবার নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি জমি ভোগদখল করতে পারে না, যেটি 'সিলিং বহির্ভূত জমি' হিসেবে বিবেচিত হয়। তদ্রূপ, রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিগ্রহণকৃত 'অর্পিত সম্পত্তি' (Vested Property) দীর্ঘদিন ধরে সরকারের মালিকানায় থাকলেও এর সুনির্দিষ্ট তথ্যভাণ্ডার অধিকাংশ জায়গায় অনুপস্থিত বা অপ্রতুল।

এই জমিগুলো নিয়ে বারবার বিরোধ, জাল দলিল, অবৈধ দখল এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ রয়েছে। অনেক অর্পিত সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মাধ্যমে দখলে রয়েছে, অথচ সরকারের তথ্যভান্ডারে তার কোনো রেকর্ড নেই। একইভাবে, অনেক ধনী ব্যক্তির নামে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় একাধিক খতিয়ান থাকলেও তাদের সিলিং বিবেচনায় জমির হিসাব করা হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব জমি আইনি ও প্রশাসনিকভাবে পুনর্দখল, পুনর্ব্যবহার ও প্রাপ্য নাগরিকদের মাঝে বণ্টনের জন্য যথাযথ ডাটাবেইজ থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটি না থাকলে সরকারের নীতি গ্রহণ, ভূমিহীন পুনর্বাসন বা আদালতে জমি সংক্রান্ত মামলাগুলোর সমাধানে বড় বাধা সৃষ্টি হয়। তাই সিলিং বহির্ভূত জমি ও অর্পিত সম্পত্তির হালনাগাদ, জিও-রেফারেন্সড ও যাচাইকৃত একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি করা সময়ের দাবি।

উদ্দেশ্য:

সারা দেশের সিলিং বহির্ভূত জমি ও অর্পিত সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট, যাচাইকৃত ও ডিজিটাল ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা, যাতে সরকার এসব জমি যথাযথভাবে উদ্ধার, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারে।

প্রভাব:

সরকারের মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে, যার মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ, ভূমিহীনদের মাঝে পুনর্বণ্টন, এবং আদালতে জমি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা সহজ হবে। অর্পিত সম্পত্তি দখলমুক্ত করে তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বা কৃষির জন্য কাজে লাগানো সম্ভব হবে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৩ ও ৫, ভূমি সংস্কার বোর্ড, জেলা প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

২টি জেলার ১টি করে পৌরসভা/শহর ও ২টি ইউনিয়ন/গ্রামীণ এলাকায় অর্পিত ও সিলিং বহির্ভূত জমির যাচাই, মানচিত্রায়ন ও অনলাইন রেকর্ড সৃষ্টির কার্যক্রম।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

চিহ্নিত অর্পিত ও সিলিং বহির্ভূত জমির সংখ্যা, রেকর্ডভুক্ত জমির হার, অবৈধ দখলমুক্ত জমির পরিমাণ, ভূমিহীন পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত জমির তালিকা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): মার্চ ২০২৬

২.৪ আইবাসের মাধ্যমে ভূমি অফিসের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ। এসব অফিস জনগণের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, নামজারি, খাস জমি ব্যবস্থাপনা, পুকুর ও জলাশয়ের তত্ত্বাবধানসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু এই অফিসগুলোতে বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণের প্রক্রিয়া এখনো অনেকাংশে কাগজপত্রনির্ভর, ধীরগতির ও জটিলতাপূর্ণ।

প্রত্যেক অর্থবছরে চাহিদাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন, তার অনুমোদন, অর্থ ছাড় এবং ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে প্রচুর সময় ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ব্যয় হয়। অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে চাহিদা উপেক্ষিত হয় অথবা তহবিল বরাদ্দ হলেও তা সময়মতো ছাড় হয় না। এর ফলে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান, অফিস পরিচালনা, সংস্কার কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

অর্থ বিভাগের আওতায় বর্তমানে Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) দেশের বাজেট ব্যবস্থাপনায় একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। এই সংস্কারের আওতায় মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসগুলোকে iBAS++-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে স্বয়ংক্রিয় বাজেট প্রণয়ন, ছাড় ও ব্যয়ের কার্যক্রম নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং সময়ানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা পাবে।

উদ্দেশ্য:

মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহে iBAS++ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন, ছাড়করণ এবং ব্যয় প্রতিবেদন সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্পাদিত হয়। এতে সময়, সম্পদ ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অপচয় রোধ হবে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রভাব:

iBAS++ ব্যবস্থার প্রয়োগের ফলে বাজেট চাহিদা ও ছাড় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া সম্ভব হবে। বাজেট বরাদ্দের তথ্য মাঠ প্রশাসন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সমন্বিত থাকবে। বরাদ্দকৃত অর্থ সময়মতো ব্যবহারে সক্ষমতা বাড়বে, ফলে নাগরিকসেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতি আসবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৪, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, মাঠ প্রশাসন।

পাইলট কার্যক্রম:

৫টি উপজেলায় ভূমি অফিসে iBAS++ প্রশিক্ষণ, বাজেট চাহিদা প্রস্তুতি, অনলাইন প্রেরণ, ছাড়করণ ও ব্যয়ের রিপোর্টিং পাইলটিং।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

iBAS++ ব্যবহারকারী অফিসের সংখ্যা, বাজেট ছাড়ে সময় হ্রাসের পরিমাণ, মাঠ প্রশাসনের সন্তুষ্টি ও প্রশিক্ষণ সফলতার হার।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জানুয়ারি ২০২৬

২.৫ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধি লক্ষ্যে অটোমেটিক হোল্ডিং খোলা

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশে ভূমি উন্নয়ন কর একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি রাজস্ব খাত হলেও এই কর আহরণের পরিমাণ এখনও সম্ভাব্যতার তুলনায় খুবই কম। ভূমি মালিকানা হস্তান্তর, খারিজ বা নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের জন্য 'হোল্ডিং' খোলা হয় না ফলে অনেকেই কর প্রদান এড়িয়ে যান।

বর্তমান ব্যবস্থায় হোল্ডিং খোলার জন্য আলাদাভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হয়, নাগরিকের জন্য ঝামেলাপূর্ণ। তদুপরি, অনেকে জানেনই না যে নামজারির পর হোল্ডিং খুলে কর নির্ধারণ করতে হবে। ফলে বিপুল সংখ্যক নামজারি-সম্পন্ন জমি করমুক্ত থাকে এবং সরকারের রাজস্ব হারায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তাবিত সংস্কার হলো – নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোল্ডিং খোলা এবং কর নির্ধারণের প্রক্রিয়া চালু করা।

উদ্দেশ্য:

ভূমি মালিকানা পরিবর্তনের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোল্ডিং খোলার ব্যবস্থা চালু করা, যাতে প্রত্যেকটি নামজারির ফলাফল হিসেবে কর নির্ধারণ ও নোটিফিকেশন দেওয়া হয়। এতে কর পরিশোধের প্রবণতা বাড়বে এবং রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় ও সহজতর হবে।

প্রভাব:

সরকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে করদাতা চিহ্নিত করতে পারবে এবং কর আদায়ের হার বৃদ্ধি পাবে। নাগরিকদের কর পরিশোধে উৎসাহ বাড়বে, কারণ প্রক্রিয়াটি সহজ ও ঝামেলাবিহীন হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৫, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, অটোমেশন প্রকল্প।

পাইলট কার্যক্রম:

৩টি উপজেলায় নামজারি সম্পন্ন হবার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোল্ডিং খোলার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরীক্ষামূলকভাবে চালু এবং কর নোটিফিকেশন পাঠানো।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

নামজারি পরবর্তী স্বয়ংক্রিয় হোল্ডিং খোলার সংখ্যা, নতুন হোল্ডিংভিত্তিক কর আদায়ের পরিমাণ, কর পরিশোধকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): মার্চ ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে সময়ের প্রয়োজনে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।
পদ-পদবিন্যাসের সার্বিক সংস্কারে ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

৩.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মপরিধি, জনবল সংক্রান্ত সংস্কার

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের মূল কাজ হলো: ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ, খাস জমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা ও মাঠ প্রশাসনের কার্যক্রম তদারকি। তবে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হলেও, এর কাঠামোগত সক্ষমতা এবং জনবল কাঠামো সেই অনুযায়ী আধুনিকায়ন করা হয়নি। বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ, অনলাইন কর আদায়, ভূ-তথ্য বিশ্লেষণ, ভূমি সংক্রান্ত মামলা মনিটরিং, জলমহাল ও অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নতুন নতুন দায়িত্ব LRB-কে পালন করতে হচ্ছে। কিন্তু এসব কাজে দক্ষ জনবল, আইটি বিশেষজ্ঞ, গবেষক, আইনি সহায়তাকারী বা প্রশিক্ষিত তদারকি কর্মকর্তার ঘাটতি রয়েছে। যুগোপযোগী জনবল কাঠামো, স্পষ্ট বিভাগীয় বিভাজন, পর্যাপ্ত জনবল এবং কার্যকর তদারকি কাঠামো ছাড়া দক্ষ ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে, ভূমি সংস্কার বোর্ডের আইনি ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস, অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল নিয়োগসহ একটি গঠনমূলক সংস্কার জরুরি।

উদ্দেশ্য:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি যুগোপযোগী, দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যাতে এটি স্বাধীনভাবে ভূমি নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিদর্শন, গবেষণা ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

প্রভাব:

এই সংস্কারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকিতে গতি আসবে, দাপ্তরিক স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও জনবল নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-১, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

পাইলট কার্যক্রম:

জনবল ঘাটতি নির্ধারণ, নতুন পদ সৃজন, অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

হালনাগাদকৃত অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ, নতুন পদ সৃষ্টির সংখ্যা ও জনবল নিয়োগ, মাঠ পর্যায়ের তদারকির ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): ডিসেম্বর ২০২৬

৩.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের আইটি অবকাঠামো আধুনিকায়ন ও কার্যকরকরণ

সংস্কারের পটভূমি:

সরকারি সেবার গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে আইটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) অবকাঠামো অপরিহার্য। ভূমি সংস্কার বোর্ড, এখনও পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আইটি অবকাঠামো এবং সক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে LRB-এর অধিকাংশ কাজ কাগজভিত্তিক ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। খাসজমি বরাদ্দ, সিলিং বহির্ভূত জমি চিহ্নিতকরণ, ভূমি উন্নয়ন কর মনিটরিং, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন প্রতিবেদন, এবং মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন সংরক্ষণে কোনও সমন্বিত ডিজিটাল সিস্টেম নেই। ফলে তথ্যপ্রবাহে ধীরগতি, বিশ্লেষণে জটিলতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

এই প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রমে প্রযুক্তি একীভূত করা এবং একটি আধুনিক আইটি অবকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এতে

করে ডিজিটাল আর্কাইভ, রিমোট রিপোর্টিং, জিওট্যাগিং, অনলাইন ডেটা শেয়ারিং, অটোমেটেড ওয়ার্কফ্লো এবং AI ভিত্তিক বিশ্লেষণ সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের একটি আধুনিক, সুরক্ষিত, দ্রুতগামী ও সমন্বিত আইটি অবকাঠামো তৈরি করা, যা তাদের সমস্ত প্রশাসনিক, গবেষণা ও মনিটরিং কার্যক্রম ডিজিটালভাবে সম্পাদন, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে।

প্রভাব:

LRB-এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে, মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে রিয়েল-টাইম সংযোগ নিশ্চিত হবে এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। একইসাথে, নাগরিক সেবা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও স্বচ্ছতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-১, ২ ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ।

পাইলট কার্যক্রম:

LRB আধুনিক সার্ভার স্থাপন, LAN/WiFi নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, ভূমি তথ্য বিশ্লেষণ সফটওয়্যার ও কর্মশালা, ২টি বিভাগের সঙ্গে রিমোট সংযোগ স্থাপন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা, রিমোট সংযুক্ত ফিল্ড অফিসের সংখ্যা, রিপোর্ট ও বিশ্লেষণের স্বয়ংক্রিয়তা সূচক, ডেটা ব্যাকআপ ও সুরক্ষা সক্ষমতার মান।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুন ২০২৬

৩.৩ ভূমি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষমতা

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব, প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্বৈত কর্তৃত্ব এবং কার্যকর তদারকির ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। ভূমি সংস্কার বোর্ড (LRB) একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমি কর নির্ধারণ, খাস জমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি জমির সংরক্ষণ, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, জলাশয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছে। কিন্তু দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন, পুনঃবিন্যাস, মালিকানা যাচাই, ভূমি কর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মতো কাজে LRB-এর হাতে এখনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। ফলে নীতিগত দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র নীতিমালা প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদানেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

যদি ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিজস্ব প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে এটি তার অর্গানোগ্রাম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কার্যকর ভূমি সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনায় অধিক সফলতা অর্জন করতে পারবে। উন্নত দেশসমূহে এমন স্বায়ত্তশাসিত ভূমি কমিশন বা কাউন্সিল নিজস্ব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতি ও স্বচ্ছতা এনেছে।

উদ্দেশ্য:

প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা, যাতে তারা মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ও সংস্কার বাস্তবায়নে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও দ্রুতগামী ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রভাব:

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারলে, কেন্দ্রীয় নির্ভরতা কমবে, স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং প্রকল্পের গুণগত মান ও জবাবদিহিতা বাড়বে। এক্ষেত্রে সময়, ব্যয় ও প্রশাসনিক জটিলতাও অনেকাংশে কমে আসবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন।

পাইলট কার্যক্রম:

LRB কর্তৃক ১টি উন্নয়ন প্রকল্প (উদাহরণ: খাস জমি ডাটাবেইজ) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় হারের পরিমাণ, প্রকল্প কার্যক্রমের মান ও সময়মত সম্পন্ন হওয়ার হার, প্রকল্প মূল্যায়নে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা সূচক।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৪ উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জনবল ও অবকাঠামো আধুনিকায়ন

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ জনগণের নিকটতম ভূমি সেবা কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অফিসগুলোতে প্রতিদিন অসংখ্য সেবাগ্রহীতা খাজনা পরিশোধ, নামজারি, খতিয়ান উত্তোলন, শ্রেণি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ভূমি সেবা নিতে আসেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং জনবল ঘাটতি একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। অধিকাংশ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নিজস্ব ভবন নেই, অথবা ভবন থাকলেও তা জরাজীর্ণ, অপর্যাপ্ত এবং নাগরিকবান্ধব নয়। অফিসগুলোর ডিজিটাল কার্যক্রম চালাতে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, ইন্টারনেট, বৈদ্যুতিক সংযোগ, জেনারেটর ইত্যাদির ঘাটতি রয়েছে। তদুপরি, সেবাপ্রদানে ব্যবহৃত ফ্রন্ট ডেস্ক, ওয়েটিং এরিয়া, নারী ও শিশু বান্ধব সুবিধা, তথ্য কেন্দ্র—এ সকল কিছুই অনুপস্থিত বা অপর্যাপ্ত। অন্যদিকে, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সংখ্যা সীমিত এবং অনেক ইউনিয়নে এখনো স্থায়ী জনবল নিযুক্ত করা হয়নি। অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে কর্মকর্তারা পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না এবং সেবার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতি সেবা গ্রহণে দালালচক্রের হস্তক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

এই বাস্তবতায় প্রয়োজন একটি সমন্বিত জনবল ও অবকাঠামো আধুনিকায়ন সংস্কার, যার মাধ্যমে ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসগুলো ডিজিটাল, নাগরিকবান্ধব ও কর্মক্ষম কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে।

উদ্দেশ্য:

ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল নিশ্চিত করা এবং নাগরিকবান্ধব আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা। যেন ভূমি সেবা দ্রুত, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভরভাবে প্রদান করা।

প্রভাব:

সংস্কার বাস্তবায়িত হলে, সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি, দালালচক্র এবং দীর্ঘ অপেক্ষার ভোগান্তি কমবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের পরিবেশ উন্নত হবে এবং তাদের পেশাগত দক্ষতাও বাড়বে। ডিজিটাল সেবার সক্ষমতা ও নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ।

পাইলট কার্যক্রম:

১টি বিভাগের ৫টি উপজেলা ও ১০টি ইউনিয়নে জনবল মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস, নতুন অবকাঠামো ডিজাইন ও নির্মাণ, প্রযুক্তিসেবা স্থাপন, ফ্রন্ট ডেস্ক ও ওয়েটিং এরিয়া স্থাপন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

আধুনিকীকৃত অফিস সংখ্যা, সেবার গড় সময় কমার হার, অনলাইন সেবা গ্রহণের সংখ্যা, কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কর্মপ্রসন্নতা জরিপ।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুন ২০২৭

৩.৫ ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত গবেষণা সেল গঠন

সংস্কারের পটভূমি:

ভূমি সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী তথ্য, বিশ্লেষণ এবং গবেষণার ভিত্তি থাকা জরুরি। বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হলেও, এসব উদ্যোগকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গবেষণাধর্মী কোনো নির্দিষ্ট সেল বা ইউনিট ভূমি সংস্কার বোর্ডে নেই। ফলে, নীতিনির্ধারণ, কৌশল প্রণয়ন এবং প্রয়োগ পর্যায়ে প্রায়ই ডেটা ঘাটতি, একাডেমিক সমর্থনের অভাব এবং বাস্তবতানির্ভর প্রমাণের অভাবে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না।

আন্তর্জাতিকভাবে, অনেক দেশেই ভূমি সংস্কার ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে স্বতন্ত্র গবেষণা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশেও বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ—যেমন খাস জমি, নামজারি, শ্রেণি পরিবর্তন, লিজ ব্যবস্থাপনা, ভূমির পরিমাপ এবং নাগরিক সেবার স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়েছে। তদ্ব্যতীত, জাতীয় ভূমি কৌশলপত্র প্রণয়ন, ভূমি আইনের আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবা উন্নয়নের মতো নীতিনির্ধারণী উদ্যোগগুলো গবেষণার ওপরই নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষাপটে, ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীনে একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি। এই সেলটি গবেষণা পরিচালনা, নীতিপত্র তৈরিতে সহায়তা, একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় এবং ভূমি সেবার কার্যকারিতা মূল্যায়নের কাজ করবে।

উদ্দেশ্য:

একটি পেশাদার গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণ, প্রকল্প পরিকল্পনা এবং সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রভাব:

গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ সরকারের ভূমি সংক্রান্ত নীতিগুলোকে কার্যকর ও বাস্তবমুখী করবে। একইসাথে, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, সেবার গুণগত উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করবে। দীর্ঘমেয়াদে গবেষণা সেল ভূমি সংস্কারের একটি নির্ভরযোগ্য থিঙ্ক-ট্যাঙ্কে পরিণত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-৪, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

পাইলট কার্যক্রম:

একটি অস্থায়ী গবেষণা ইউনিট গঠন করে ৩টি পাইলট গবেষণা পরিচালনা (যেমন: খাস জমির ব্যবহার বিশ্লেষণ, নামজারি বাধা, ও রাজস্ব আহরণ প্রবণতা)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

সম্পন্ন গবেষণার সংখ্যা, গবেষণার ভিত্তিতে গৃহীত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত, গবেষণার প্রতিবেদন ব্যবহারের হার।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুলাই ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম

জনমুখী ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে ভূমি সংক্রান্ত পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন-বিধিমালা রহিতকরণ, অসঙ্গতিপূর্ণ ধারা চিহ্নিতকরণ, যুগোপযোগী ধারা সংযোজন এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করা।

৪.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্ব সম্পর্কিত পরিপত্রকে আরো সুনির্দিষ্টকরণ ও ক্ষমতায়ন

সংস্কারের পটভূমি:

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, খাস জমি বরাদ্দ, ভূমিহীন পুনর্বাসন, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও ভূমি মামলা মনিটরিং-এর মতো আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনার অনেক দিক যুক্ত হলেও, এসব বিষয়ে বোর্ডের ভূমিকা এখনও অনেকাংশে অস্পষ্ট। বর্তমানে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনায় একটি পরিপত্র বিদ্যমান, তবে সেটি অনেক পুরনো, এবং আধুনিক ভূমি প্রশাসনের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় তা অপর্যাপ্ত। ফলে মাঠ প্রশাসন, মন্ত্রণালয় বা অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, প্রশাসনিক কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটে এবং অনেক সময় কর্তৃত্বের প্রশ্নে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। যেহেতু ভূমি সংস্কার বোর্ড দেশের একটি কেন্দ্রীয় ভূমি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান এবং এর কাজ জাতীয় ভূমি নীতির বাস্তবায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, সেহেতু একটি আধুনিক, সুস্পষ্ট, কার্যকর ও সময়োপযোগী পরিপত্র (Administrative Circular) প্রণয়ন জরুরি, যা বোর্ডের ক্ষমতা, দায়িত্ব, সীমাবদ্ধতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবে।

উদ্দেশ্য:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত পরিপত্রকে হালনাগাদ ও সুনির্দিষ্ট করে প্রণয়ন করা, যাতে মাঠ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার মধ্যে ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে দ্ব্যর্থতা দূর হয় এবং বোর্ড কার্যকরভাবে ভূমি নীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে।

প্রভাব:

সুনির্দিষ্ট পরিপত্র থাকলে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নীতিনির্ধারণ, মাঠ তদারকি, রিপোর্টিং, মনিটরিং এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা স্পষ্ট হবে। এতে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বাড়বে, সময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, আইনগত বিতর্ক কমে আসবে এবং জবাবদিহিতা বাড়বে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

শাখা-১, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়।

পাইলট কার্যক্রম:

বিদ্যমান পরিপত্র পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়ে খসড়া প্রস্তুত ও সংশোধনের প্রক্রিয়া।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

হালনাগাদকৃত পরিপত্র চূড়ান্তকরণ, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক দ্ব্যর্থতা নিরসনের হার।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): মার্চ ২০২৬

৪.২ “ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন” বাতিল/সংশোধনপূর্বক “ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ড/দপ্তর” গঠন

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা একটি বহুমাত্রিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনগণনির্ভর প্রশাসনিক খাত। ভূমি উন্নয়ন কর, খাস জমি, অর্পিত সম্পত্তি, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল খতিয়ান, নামজারি, রাজস্ব ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনসহ একাধিক উপখাত এখানে কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সালে প্রণীত ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন সীমিত পরিসরের জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও, আধুনিক ভূমি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এটি এখন অনেকটাই অপ্রতুল

ও দুর্বল। বর্তমানে LRB-এর আইনি কাঠামো এমন যে, এটি নীতিগত পরামর্শ প্রদান ও কিছু নির্ধারিত আদেশ কার্যকর করলেও মাঠপর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, দ্রুত পরিদর্শন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, জবাবদিহিতা, গবেষণা ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে LRB-এর হাতে আইনি ক্ষমতা নেই। ফলে জাতীয় পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
এই বাস্তবতায় 'ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯' বাতিল করে একটি আধুনিক, স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান "ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ড/দপ্তর" গঠন প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

একটি যুগোপযোগী, স্বশাসিত ও আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন, যা বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এর আইনি কাঠামো আরও বিস্তৃত, স্পষ্ট ও টেকসই হবে, এবং এতে নীতিনির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

প্রভাব:

নতুন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে। ডিজিটাল সেবা বিস্তৃত হবে, পরিদর্শন ও তদারকিতে গতিশীলতা আসবে এবং মাঠ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে দ্রুত ও কার্যকর। এর ফলে সরকার রাজস্ব হারাবে না, বরং ভূমিসেবা আরও সাশ্রয়ী, নিরপেক্ষ ও জনবান্ধব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় সংসদ।

পাইলট কার্যক্রম:

খসড়া আইন প্রণয়ন, ৫টি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সভা, জাতীয় সংসদে বিল উপস্থাপন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

আইন প্রণয়নের অগ্রগতি, সংসদীয় অনুমোদন প্রাপ্তির অবস্থান।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৩ ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি (LATC প্রশিক্ষণের বাইরে)

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত নানা ধরণের প্রশাসনিক, কারিগরি, আইনি ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। যদিও ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (LATC) তাদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, তা বর্তমান সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ক্রমাগত পরিবর্তন আসছে—ডিজিটাল খতিয়ান, অনলাইন নামজারি, GIS ভিত্তিক ম্যাপিং, ই-পেমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং সাইবার নিরাপত্তা—এমন বহু নতুন বিষয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে থাকছে।

ভূমি সংস্কার বোর্ড, যার দায়িত্ব মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং, সেই প্রতিষ্ঠানটি LATC এর বাইরে বিকল্প প্রশিক্ষণ কাঠামো গড়ে তুলতে পারে, যেখানে আধুনিক বাস্তবতার আলোকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

উদ্দেশ্য:

ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি, প্রযোজ্য আইন, নীতি বিশ্লেষণ, ডিজিটাল টুলস এবং সমস্যা-ভিত্তিক স্কিল উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি সহায়ক কাঠামো গড়ে তোলা।

প্রভাব:

কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সমসাময়িক প্রযুক্তি ও আইনি কাঠামো সম্পর্কে হালনাগাদ থাকবেন। জটিল ও সংবেদনশীল সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বাড়বে, মাঠ প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে দ্রুত ও সঠিক। এতে নাগরিক সেবার মান বাড়বে, দুর্নীতি কমবে এবং ভূমি সেবায় জনসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড।

পাইলট কার্যক্রম:

ক্যাটাগরিভিত্তিক ৫টি জেলার ভূমি কর্মকর্তাদের জন্য ২/৩ দিনব্যাপী ICT ও সমস্যাভিত্তিক অনুশীলন প্রশিক্ষণ কোর্স, একটি ডিজিটাল প্রশিক্ষণ মডিউল ডেভেলপমেন্ট, প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা, মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতিবেদন, প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রবণতা বৃদ্ধির হার।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): জুন ২০২৬

৪.৫ ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কারিকুলাম উন্নয়ন

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসন এক ঐতিহ্যবাহী খাত হলেও, বর্তমানে এটি এক যুগান্তকারী রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড, অনলাইন নামজারি, অটোমেটেড হোল্ডিং তৈরি, ভূমি উন্নয়ন করের ই-পেমেন্ট, জিওস্পেশাল ম্যাপিং, QR কোড-ভিত্তিক সনদ যাচাইকরণ ইত্যাদি প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার বিকাশ ঘটেছে। তবে এই রূপান্তর সফল করতে ভূমি কর্মকর্তাদের মধ্যে যথাযথ আইটি দক্ষতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাস থাকা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমানে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (LATC) কিছু মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করলেও, এসব কোর্সে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সংযুক্তি অপ্রতুল এবং জাতীয় প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকাংশ কোর্সে এখনও ফাইলিং, আইনি ব্যাখ্যা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রথাগত পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়, যা ডিজিটাল ব্যবস্থার চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

এই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর কারিকুলাম যা শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার শেখাবে না, বরং আধুনিক ভূমি সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তির প্রয়োগে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এই কারিকুলামে থাকবে অনলাইন মডিউল, ফিল্ড-অ্যাপ্লিকেশন, ডিজিটাল টুলস ও সফটওয়্যার ভিত্তিক শেখানো পদ্ধতি, কেস স্টাডি ও সমস্যাভিত্তিক অনুশীলন।

উদ্দেশ্য:

ভূমি প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর যুগোপযোগী কারিকুলাম তৈরি করা, যাতে তারা মাঠ পর্যায়ের ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকে এবং ভূমি সেবায় আধুনিক প্রযুক্তি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে।

প্রভাব:

কর্মকর্তারা হালনাগাদকৃত ডিজিটাল সরঞ্জাম, সফটওয়্যার ও অনলাইন সেবাপদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করবেন। এতে ডিজিটাল সেবা প্রদান দক্ষতা বাড়বে, নাগরিক সেবায় গতি আসবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, LATC

পাইলট কার্যক্রম:

৫টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ১টি ডিজিটাল কারিকুলাম প্রণয়ন, ৩টি জেলার ভূমি কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, অনলাইন মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

কারিকুলামের প্রণয়ন ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা, কোর্স পরবর্তী মূল্যায়নের স্কোর, ডিজিটাল কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির পরিমাণ।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৬ জাতীয় ভূমি সংস্কার কৌশলপত্র প্রণয়ন

সংস্কারের পটভূমি:

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত—যেমন ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ, খাসজমির অনিয়ম, ভূমি রেকর্ডের অস্বচ্ছতা, শ্রেণি পরিবর্তনের অনিয়ম এবং ভূমি সেবায় স্বচ্ছতার অভাব। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরদিকে ভূমির সীমাবদ্ধতা; ফলে ভূমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এর ন্যায্য বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নীতি থাকলেও একটি সমন্বিত জাতীয় ভূমি সংস্কার কৌশলপত্র (National Land Reform Strategy) এখনো অনুপস্থিত। ফলে দেশব্যাপী ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রমে দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা, কৌশলগত সমন্বয় ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি রয়ে গেছে। উন্নত ও মধ্যম আয়ের অনেক দেশ ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী এবং প্রযুক্তিনির্ভর কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে, যা তাদের ভূমি প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশেও একটি যুগোপযোগী কৌশলপত্র প্রণয়ন সময়ের দাবি। এই কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে- ভূমি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে সমন্বয়, জরিপ, খতিয়ান, নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বিন্যাস, ভূমির শ্রেণি হালনাগাদ ও ব্যবহারের গাইডলাইন, ভূমি পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহহীনদের পুনর্বাসন কৌশল, ভূমি বিরোধ নিরসনের বিকল্প পদ্ধতি, ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রকাশনীতি, জলমহাল, অর্পিত সম্পত্তি ও সিলিং বহির্ভূত জমির ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা ইত্যাদি। ভূমি সংস্কার বোর্ডের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে এ কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের অংশগ্রহণে এটি বাস্তবায়নযোগ্যতা পাবে।

উদ্দেশ্য:

একটি দীর্ঘমেয়াদি, বাস্তবভিত্তিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর জাতীয় ভূমি সংস্কার কৌশলপত্র প্রণয়ন, যার মাধ্যমে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি একীভূত রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত সব কর্মপরিকল্পনা হবে কৌশলগতভাবে সমন্বিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক।

প্রভাব:

দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা হবে একীভূত, স্বচ্ছ ও লক্ষ্যভিত্তিক। ক্ষেত্রভিত্তিক সমস্যা সমাধানে স্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকবে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে ভূমি সংস্কার কার্যক্রম সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান

পাইলট কার্যক্রম:

কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য এক্সপার্ট টাস্কফোর্স গঠন, ৩টি জেলার পাইলটিং ভিত্তিতে সমস্যা বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব সংযুক্তিকরণ, জাতীয় পরামর্শ সভা আয়োজন।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

কৌশলপত্র খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ, অংশীজন পরামর্শের সংখ্যা ও পরিধি, নীতিনির্ধারক ও মাঠ প্রশাসনের গ্রহণযোগ্যতা।

বাস্তবায়নের সময়সীমা (পাইলট): ডিসেম্বর ২০২৬

পাইলট উদ্যোগ:
জবাবদিহিমূলক ভূমি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিদর্শণ কার্যক্রম যুগোপযোগীকরণ

অক্টোবর ২০২৫ - মার্চ ২০২৬

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা : সমস্যার কারণ

ভূমি অফিসসমূহে ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার ভূমি কর্তৃক সারাবছরব্যাপী প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান থাকে। পরিদর্শন কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো যথাযথভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে সেবার সমস্যা তুলে ধরা এবং সেবা মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ প্রদান করা। কিন্তু -সুপারিশসমূহ এবং জনসেবার মানোন্নয়ণের কতটা ভূমিকা রাখবে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তার কোন ফলোআপ করা হয় না বা এর কোন পদ্ধতিও নেই, পরিদর্শন প্রতিবেদনের যথাযথ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের ঘাটতি রয়েছে, প্রশিক্ষণহীনতা ও গাইডলাইনেরও অভাব রয়েছে, পরিদর্শণ প্রতিবেদনসমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হলেও তা বিশ্লেষণপূর্বক কোন Corrective Action না নেয়া এবং পরিদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের অফিসের সাথে সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা যা, একটি বছরে ভূমি সংস্কার বোর্ড (বাৎসরিক ১২৮৪টি), বিভাগীয় কমিশনার অফিস (১৯২টি), জেলা প্রশাসন কর্তৃক (৬৯১২টি) এবং উপজেলা অফিস কর্তৃক (৫২৯২০টি) সর্বমোট ৬১৩০৮টি পরিদর্শনের প্রমাপ রয়েছে। কিন্তু পরিদর্শন করার প্রমাপ থাকলেও তা সবসময় প্রতিপালন করা হয়না এবং প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করা হলেও তা তেমন কার্যকর হচ্ছে না। তাই পরিদর্শনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত ছকের পরিবর্তে একটি অনলাইন বেইজড নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা প্রয়োজন।

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা : ফলাফল

এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড (LRB) কর্তৃক ভূমি অফিস পরিদর্শন কার্যক্রম আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত এই সংস্কার উদ্যোগের ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিদর্শন কার্যক্রমকে ডিজিটাল ও অটোমেটেড হবে, যাতে রিয়েল-টাইম তথ্য, নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যাবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে "ভূমি ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার নতুন মাইলফলক" তৈরি হবে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো:

- স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও টেকসই ভূমি পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা
- দুর্নীতি ও হয়রানি হ্রাস এবং দ্রুত সেবা নিশ্চিত
- স্মার্ট ভূমি পরিদর্শণ ব্যবস্থাপনা

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা : সমস্যা সমাধানের উপায়

ভূমি অফিস পরিদর্শন কার্যক্রম জবাবদিহি ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগনের (বিভাগীয় কমিশনার, ডিএলআরসি, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, আরডিসি) পরিদর্শন কার্যক্রমকে সমন্বয়ের আওতায় আনার লক্ষ্যে মাসিক/ বাৎসরিক পরিদর্শন সূচি প্রনয়ণ।
- বিভাগভিত্তিক সমন্বিত পরিদর্শন সূচি অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সমন্বয় এবং পরিদর্শন পরিচালনা ও বাস্তবায়ন।
- পরিদর্শনকালীণ বিবেচ্য বিষয়ের জন্য একটি যুগোপযোগী স্মার্ট টেমপ্লেট প্রনয়ণ।
- প্রত্যেকটি পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য একটি ডিজিটাল রিপোর্টিং Dashboard চালু করা, যা ভূমি সংস্কার বোর্ড রিয়েল-টাইমে মনিটর করতে পারবে। এর পাশাপাশি AI ভিত্তিক অডিটিং ও অ্যানালাইসিস টুল ব্যবহার করে অনিয়ম বা ব্যত্যয় চিহ্নিত করা।
- মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, যেমন AC (Land) ও ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করা। একটি Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করে তা বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা, যাতে দেশের সব জায়গায় একই মানের সেবা নিশ্চিত হয়।
- পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন এবং এর ফলোআপের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সেবা প্রত্যাশীদের সমন্বয়ে একটি স্টেকহোল্ডার গ্রুপ তৈরী করা।
- স্টেকহোল্ডার গ্রুপ সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং সমাধান নিয়ে কাজ করবে।
- পরিদর্শনকালীন উপস্থিত সেবা গ্রহীতা/স্থানীয় জনগণের ফিডব্যাক পরিদর্শনে অন্তর্ভূক্তকরণ।

প্রস্তাবিত সংস্কার উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে (ফলাফল):

- ভূমি পরিদর্শন পদ্ধতি স্বচ্ছ, দ্রুত ও জবাবদিহিমূলক হবে। মামলাজট ও জমি সংক্রান্ত বিরোধ কমবে, রাজস্ব আয় বাড়বে এবং জনগণের আস্থা ফিরবে। বিশেষ করে ভূমি অফিস থেকে "দুর্নীতিমুক্ত ও আধুনিক ডিজিটাল ভূমি প্রশাসন" প্রতিষ্ঠার পথে এটি হবে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন।
- পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য একটি Standard Operating Procedure (SOP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা হবে, যাতে দেশের সকল জায়গায় একই মানের ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ হয়। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, যেমন এসি (ল্যান্ড), কানুনগো, সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, সার্ভেয়ারদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় এনে তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।
- পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রাথমিকভাবে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়ে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। অক্টোবর ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ সময়কালে বাস্তবায়ন শেষে অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিশ্লেষণ করে ধাপে ধাপে সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৫ লাখ সেবা গ্রহীতা উপকৃত হবেন এবং প্রতিবছর পরিদর্শণ সংক্রান্ত ডুপ্লিকেশন ও অনেক ব্যয় সাশ্রয় করতে পারবে।
- এ উদ্যোগের প্রত্যাশিত ফলাফল হলো—ভূমি পরিদর্শন পদ্ধতি হবে স্বচ্ছ, দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও জবাবদিহিমূলক। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা কমবে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ হবে এবং মামলা-বিরোধ কমে আসবে। জনগণ ভূমি সেবার প্রতি আস্থা ফিরে পাবে এবং সরকার রাজস্ব আয় বাড়াতে সক্ষম হবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) শিরোনাম : জবাবদিহিমূলক ভূমি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিদর্শণ কার্যক্রম যুগোপযোগীকরণ

(খ) প্রতিষ্ঠান : ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)

(গ) পাইলটিং এলাকা: ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়

(ঘ) পাইলটিং সময়: অক্টোবর/২০২৫ হতে মার্চ/২০২৬

(ঙ) উপকারভোগী : প্রায় ৮ লক্ষ জনগন

(চ) অর্থ সাশ্রয় : পরিদর্শণ ব্যয় ও ডুপ্লিকেশন পরিহারের মাধ্যমে অনেক অর্থ সাশ্রয় হবে।

পাইলট বাস্তাবয়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

ক) স্টেকহোল্ডার এর রোল:

Stakeholder	Role / Interest	Management Approach (LRB)
ভূমি সংস্কার বোর্ড (LRB)	নীতিমালা, দিকনির্দেশনা, তদারকি, স্মার্ট পরিদর্শন টেমপ্লেট প্রণয়ন, অনলাইন প্লাটফরম তৈরী, প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনা এবং উদ্যোগ গ্রহণ, পরিদর্শন সূচির সমন্বয়	প্রধান বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বিভাগীয় কমিশনার/ডিএলআরসি/জেলা প্রশাসক অফিস	পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান, সুপারিশ পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে Co-ordination Cell
উপজেলা ভূমি অফিস	পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান, সুপারিশ পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও SOP অনুসরণ
ভূমি মন্ত্রণালয়, রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	কারিগরি সহযোগিতা, তথ্য সরবরাহ	Synchronization
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণ	সুবিধাভোগী ও ফিডব্যাক	পাবলিক এওয়ারনেস ক্যাম্পেইন
উন্নয়ন সহযোগী (ADB/WB/JICA etc.)	অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা	নিয়মিত পরামর্শ সভা

খ) স্টেকহোল্ডার ম্যাট্রিক্স

Stakeholder	Interest	Influence	Management Strategy
ভূমি মন্ত্রণালয়	উচ্চ	উচ্চ	Policy & Strategic Supervision
ভূমি সংস্কার বোর্ড (LRB) ও এর অধীনস্ত অফিসসমূহ	উচ্চ	উচ্চ	Lead & Direct Implementation
বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন অফিস	মাঝারি-উচ্চ	উচ্চ	Coordinate, Ensure Accountability
উপজেলা ভূমি অফিস (AC Land)	মাঝারি-উচ্চ	মাঝারি	Operational Implementation
LATC (প্রশিক্ষণ সংস্থা)	মাঝারি	মাঝারি	Capacity Building & Training
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	নিম্ন	নিম্ন	Provide Technical Support
উন্নয়ন সহযোগী (ADB, WB)	মাঝারি	মাঝারি-উচ্চ	Financial & Technical Assistance
জনগণ (সেবা গ্রহীতা)	উচ্চ	কম	Public Awareness, Feedback Mechanism
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (UP, Municipality)	মাঝারি	মাঝারি	Public Accountability Support

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কী ভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

কার্যক্রম	রিসোর্সের উৎস	ফলাফল
পরিদর্শন টেমপ্লেট প্রণয়ন	ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল ও বাজেট	বাস্তবভিত্তিক পরিমাপযোগ্য পরিদর্শন টেমপ্লেট
অনলাইন টেমপ্লেট বানানো ও মেইনটেইন	ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল ও বাজেট এবং আইটি ফার্ম	কর্মপরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, সফটওয়্যার উন্নয়ন
পরিদর্শণ সূচি প্রণয়ণ ও সমন্বয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ	সমন্বিত পরিদর্শন
পরিদর্শন কার্যক্রম মনিটরিং	ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি মন্ত্রণালয়	নীতিগত ও প্রশাসনিক সমর্থন
পরিদর্শন কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট অফিসের নিজস্ব বাজেট	পরিদর্শন
প্রশিক্ষণ	ভূমি সংস্কার বোর্ডের বাজেট, এলএটিসি এবং আইটি ফার্ম	পরিদর্শনের দক্ষতা উন্নয়ন
কারিগরী সহায়তা	ADB/WB, উন্নয়ন সহযোগী	প্রযুক্তি, সফটওয়্যার, পরামর্শক সেবা
পরিদর্শনকালীন সহায়তা	সংশ্লিষ্ট অফিস ও স্থানীয় প্রশাসন	স্থানীয় অবকাঠামো ও জনবল

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের সময়কাল	মন্তব্য
১.	পরিদর্শনের স্ট্যান্ডার্ড ছক তৈরী	ভূমি সংস্কার বোর্ড	অক্টোবর/২০২৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড
২.	ডিজিটাল SOP ও চেকলিস্ট তৈরি	ভূমি সংস্কার বোর্ড	অক্টোবর/২০২৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড
৩.	পরিদর্শনের অনলাইন প্লাটফরম তৈরী	ভূমি সংস্কার বোর্ড	অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড
৪.	পাইলটিং	ভূমি অফিস, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি/২০২৬	ভূমি সংস্কার বোর্ড
৫.	প্রশিক্ষণ (ToT, উপজেলা পর্যায়ে)	LRB, এলএটিসি	মার্চ-জুন/ ২০২৬	DC Office, AC Land
৬.	মাঠ পর্যায়ের Implementation	উপজেলা ভূমি অফিস	জুলাই-ডিসেম্বর/ ২০২৬	জেলা প্রশাসন, LRB
৭.	রিয়েল-টাইম মনিটরিং	Dashboard	জানুয়ারি-মার্চ/২০২৬	ভূমি মন্ত্রণালয়, LRB, বিভাগীয়/জেলা প্রশাসন
৮.	Lessons Learned ও Policy Update	LRB	ফেব্রুয়ারি-মার্চ/ ২০২৬	ভূমি মন্ত্রণালয়, LRB, বিভাগীয়/জেলা প্রশাসন, জনগণ

পাইলট সংস্কার সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/ রোলিং আউটসহ টেকসহকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

- আইনগত কাঠামোর আওতায় পরিদর্শনের জন্য প্রণীত SOP বাধ্যতামূলক করা।
- বার্ষিক বাজেটে ভূমি সংস্কার বোর্ডের আওতায় এই কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা।
- জাতীয় ভূমি তথ্যভাণ্ডার এর সঙ্গে সম্পূর্ণ সমন্বয় করে একটি টেকসই Data System গড়ে তোলা।
- প্রতিনিয়ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে নবীন কর্মকর্তারাও আধুনিক ব্যবস্থাপনায় দ্রুত অভ্যস্ত হয়।
- নিয়মিত অডিট ও পর্যালোচনা (Monitoring & Evaluation) চালু, যাতে কোনো স্তরে অনিয়ম বা দুর্বলতা চিহ্নিত হলে তা দ্রুত সমাধান করা যায়।
- জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল অফিসার নিয়োগ।
- অংশীজনভিত্তিক মনিটরিং কমিটি (Citizen Charter ভিত্তিক) গঠন ও ফিডব্যাক গ্রহণ।

উপসংহার:

ভূমি অফিস পরিদর্শন ব্যবস্থাপনায় আনীত সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসনে এক নতুন দিক উন্মোচন করবে। ডিজিটাল ও স্বচ্ছ পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হলে মাঠপর্যায়ের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও হয়রানি কমবে। জনগণ সরাসরি ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমি সেবা পাবে, মামলাজট কমবে এবং সরকারি রাজস্ব আয় বাড়বে। এ উদ্যোগ ভূমি ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে। এটির সফল বাস্তবায়ন হলে, ভবিষ্যতে সারাদেশে একীভূত ভূমি সেবায় রূপান্তর ঘটবে। ভূমি সংস্কার বোর্ড অঙ্গীকার করে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা জনগণের কাছে "সুশাসন, স্বচ্ছতা ও আধুনিক ভূমি সেবা" নিশ্চিত করবে। "ভূমি সংস্কার বোর্ড: সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জনগণের সেবা নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।"

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

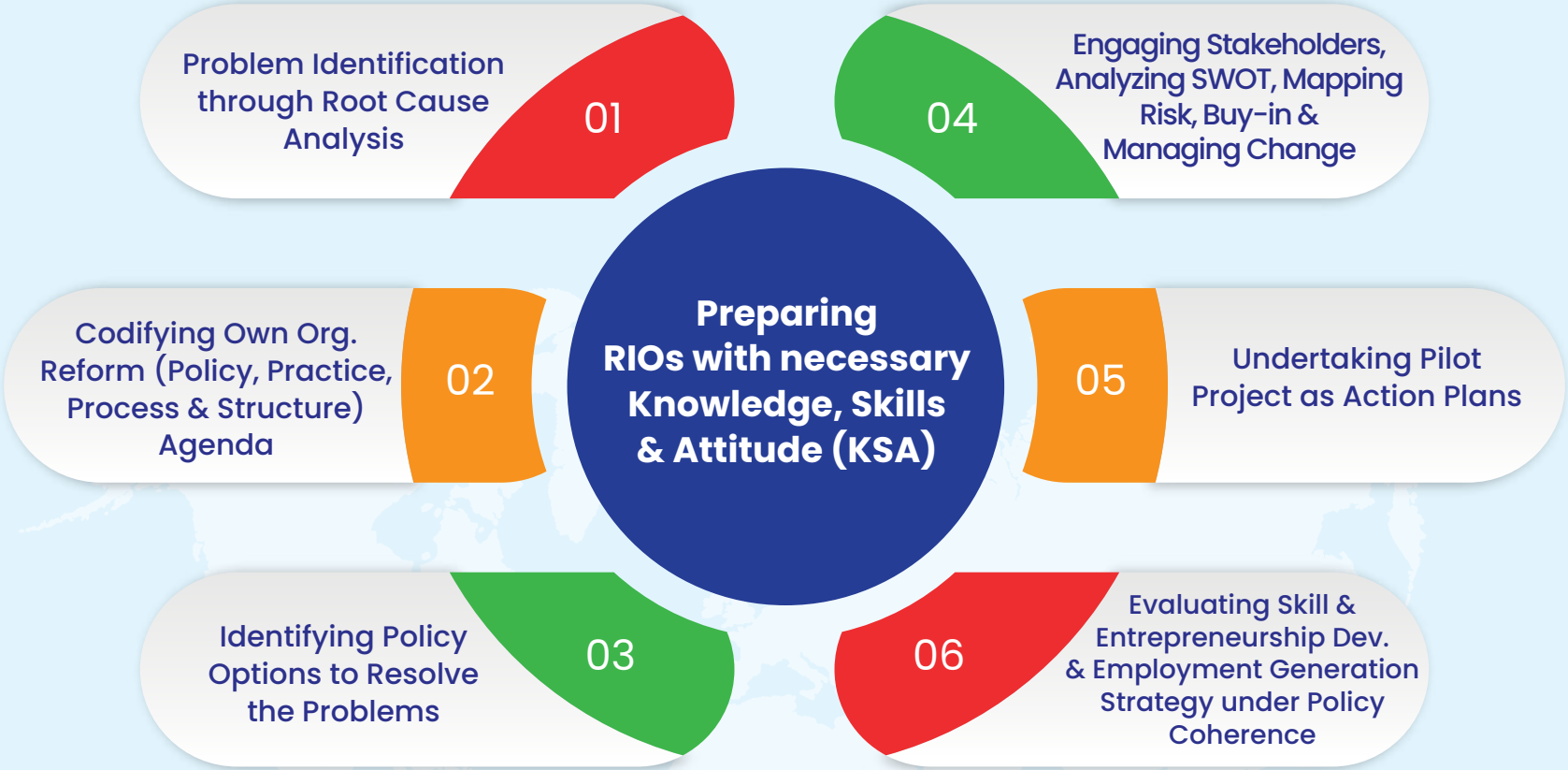

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

ভূমি সংস্কার বোর্ড